গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
চট্টগ্রাম সমিতি ভবন (৬ষ্ঠ-৮ম তলা)
৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

সাধারণ আদেশ-০১/ডেডো/২০১৬/৪১২৬ **তারিখঃ ১০/০৫/১৬**

বিষয়ঃ বিদ্যুৎ/গ্যাস/ওয়াসার পানির বিলের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদান পদ্ধতি।

শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসআরও নং-১৫৭-আইন/২০০৫/৪৪৮, তারিখঃ-০৯/০৬/২০০৫ খ্রি. মোতাবেক রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উপকরণ হিসাবে বিদ্যুৎ/গ্যাস/ওয়াসা বিলের মাধ্যমে পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করা হল।

০১। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-১৩, বিধি-৩০(১)(গ) ও মূসক ফরম-২২ মোতাবেক ও তা পূরণপূর্বক প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর বরাবরে আবেদন দাখিল করতে হবে। অর্থাৎঃ-

- রপ্তানির তারিখের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে।
- মূসক ফরম-২২ যথাযথভাবে প্রতিটি ঘরের তথ্য পূরণসহ রপ্তানিকারক কর্তৃক স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করে দাখিল করতে হবে।
- মূসক ফরম-২২ এ উল্লিখিত রপ্তানির দলিলাদি যথাঃ-
    (১) বিল অব এক্সপোর্টের মূল কপির তৃতীয় কপি;
    (২) ইনভয়েস (কাস্টমস্ কর্তৃক সত্যায়িত);
    (৩) প্যাকিং লিস্ট (কাস্টমস্ কর্তৃক সত্যায়িত);
    (৪) বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ডাকের দলিল (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত);
    (৫) স্থল শুল্ক বন্দর/স্টেশনের ক্ষেত্রে ট্রাক চালানের কাস্টমস কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি;
    (৬) রপ্তানি পরীক্ষার সনদ;
    (৭) বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমান স্বরূপ পি.আর.সি এর কপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত);
    (৮) ই.এক্স.পি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)
- ঋণপত্র খোলার তারিখ হতে রপ্তানির বি.এল./এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালানের তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের গ্যাস/বিদ্যুৎ/পানির বিলের মূলকপি।
- আবেদনের সাথে দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্টের ঋণপত্রের ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি।
- ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর উল্লেখ পূর্বক দাবীকৃত প্রত্যর্পণের বিপরীতে গ্যাস/বিদ্যুৎ/ওয়াসার পানির বিলের মূসক যথাযথভাবে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে, ঐগুলোর বিপরীতে পূর্বে কোন প্রত্যর্পণ নেয়া হয়নি, নগদ সহায়তা/ভর্তুকি নেয়া হয়নি এবং পরবর্তীতে কোন অনিয়ম বা ফাঁকি সনাক্ত হলে বর্তমানের প্রত্যর্পণের টাকা নিঃশর্তভাবে কোন কাল বিলম্ব না করে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে মর্মে মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর বরাবরে অঙ্গীকারনামা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর করতঃ প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

- প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং বিলের পরিবর্তে মূসক-১১ এর ২য় কপি (সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), ইউপি/ইউডি (বন্ডার কর্তৃক সত্যায়িত), মাস্টার এল.সি. এবং বি.বি. এলসি এর কপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)।
- হালনাগাদ নবায়নকৃত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি অথবা বিনিয়োগ বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন সনদপত্রের ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মূসক নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত কপি একবার নেয়া হবে।
- মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর কপি (ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত) একবার নেয়া হবে।

০২। গ্যাস/বিদ্যুৎ/ওয়াসার পানির বিলের বিপরীতে পরিশোধিত মূসকের প্রত্যর্পণ আবেদন নিষ্পত্তিকল্পে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ-

- বিদ্যুৎ/গ্যাস/ওয়াসার পানির বিলের বিপরীতে প্রত্যর্পণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিকভাবে একটি নথি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে অভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে পার্ট নথি খুলতে হবে।
- প্রত্যর্পণ আবেদন প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত নথিতে প্রত্যর্পণের আবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবরে এ আদেশের অনুচ্ছেদ-১(ক) মোতাবেক ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদের মধ্যে ও সকল প্রযোজ্য দলিলাদি যথাযথভাবে দাখিল হয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা যাচাই করে সহকারী পরিচালক/উপ-পরিচালক বরাবর মতামত সহ পেশ করবেন।
- পিআরসি যাচাইয়ের লক্ষ্যে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। পিআরসি এর তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য পত্রে উল্লেখ করতে হবে এবং এই সকল বিষয়ে ব্যাংক এ মর্মে প্রত্যয়ন করবে যে,

  ক) দাখিলকৃত পিআরসি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকে ইস্যুকৃত এবং এতে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক।

  খ) পিআরসি-তে বর্ণিত প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে যথাযথভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।

  গ) প্রত্যর্পণ আবেদন সংশ্লিষ্ট রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানিকারক কোনরূপ নগদ সহায়তা গ্রহণ করেন নাই।

  ঘ) প্রত্যয়ন পত্রে ঐ শাখায় নিযুক্ত কর্মকর্তার নাম, পিএ নম্বর এবং টেলিফোন নম্বর আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে।

  ঙ) যথার্থতা যাচাইয়ান্তে প্রেরিতব্য প্রত্যয়নের সহিত প্রযোজ্য অর্থবছর সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের নগদ সহায়তা/ভর্তুকি/অন্যান্য সহায়তা সংক্রান্ত সার্কুলার দাখিল করতে হবে। প্রত্যর্পণ সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকৃত পণ্যের বিষয়ে কোন Specific Circular/ ব্যাখ্যা থেকে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এ দপ্তরে প্রেরণ করবে।
- যথোপযুক্ত কর্মকর্তা প্রতিটি পিআরসি ব্যাংকে সরেজমিনে গমন করে যথার্থতা যাচাই করবেন এবং ব্যাংকের জবাব প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে পিআরসিতে বর্ণিত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করবেন।
- গ্যাস/বিদ্যুৎ এর প্রত্যর্পণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা/রাজস্ব কর্মকর্তা সরেজমিনে প্রতিষ্ঠানে/সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গমন করে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, মিটার নম্বর(অনলাইন মিটারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ হতে মিটার নম্বরসহ বিলের তথ্য), গ্যাস/বিদ্যুৎ বিলের সঠিকতা এবং বিলে বর্ণিত টাকার পরিমাণ জমা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। মিটার নম্বর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহায়ক দলিলাদি রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করবেন এবং সে সব পত্রের সত্যতা সরেজমিনে গমন/টেলিফোনে কিংবা পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

চলমান পাতা-০৩

- অতপরঃ সরেজমিনে যাচাইয়ের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে **(সংলাগ-ক এর ফরমেটে)** প্রাপ্ত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নথির নোট অংশে প্রতিবেদন ও প্রত্যর্পণ প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করবেন।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যর্পণ প্রস্তাব অনুমোদনের পর বিলের/বিল সমূহের মূলকপিতে ও বিল অব এক্সপোর্টের উপরে **"প্রত্যর্পণ প্রদান করায় বাতিল মর্মে গণ্য ও পরবর্তীতে প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য নয়"** সূচক সীল প্রদান করে সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ঐগুলো একটানে কেটে স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল প্রদানপূর্বক সত্যায়ন করবেন।
- প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/৯৩, তাং-২৬.০৪.১৯৯৩ এর প্রবিধান মোতাবেক সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা/রাজস্ব কর্মকর্তা কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের এ সংক্রান্ত প্রত্যর্পণ আবেদনের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদানের সাথে সাথে মূসক আইন, ১৯৯১ এর বিধি ৩২ এর উপ-বিধি ৫ এর বিধান ও উপরে উল্লিখিত বোর্ডের আদেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ইউ.পি./ইউ.ডি. এ উল্লিখিত তথ্যাদির যথার্থতা এবং সরবরাহকৃত পণ্যের [উৎপাদক কর্তৃক রপ্তানিকারকের] পাশ বই ও ওয়্যারহাউস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে তথ্যাদি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিদপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার বরাবর (বাহক মারফত/রেজিস্টার্ড ডাকযোগে) পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকৃত প্রত্যর্পণ আবেদন নিষ্পত্তির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে পোস্ট অডিট সম্পন্ন করার বিষয়টি উপ/সহকারী পরিচালক নিশ্চিত করবেন।

০৩। উপরে উল্লিখিত তথ্য ও দলিলাদি ছাড়াও প্রত্যর্পণ আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর মূসক আইনের ধারা-১৩ ও বিধি-৩০(১)(গ) এর বিধান মোতাবেক অন্য যে কোন প্রাসঙ্গিক দলিল চাইতে পারবেন ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাখ্যা তলব করতে পারবেন একই সাথে আইনানুগ নয় মর্মে বিবেচনাযোগ্য নয় এ প্রকারের আবেদন বিধি-৩০ এর উপধারা-৮ এর ক্ষমতাবলে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন।

০৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. নং-১৫৭-আইন/২০০৫/৪৪৮, তাং-০৯.০৬.২০০৫ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ আদেশটি জারী করা হল। এ দপ্তরের ইতোপূর্বে জারীকৃত এ সংক্রান্ত আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

০৫। এই আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১০।০৫।১৬

ফারজানা আফরোজ
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৯৫৬৮৫৪৪

0/e

সংলাগ-ক

গ্যাস/বিদ্যুৎ মিটার পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

০১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

০২। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম :

০৩। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের তারিখ :

০৪। প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড আছে/নেই বিষয়ে মন্তব্য:

০৫। প্রতিষ্ঠানের মূসক নিবন্ধন নম্বর ও এ বিষয়ে মতামত:

০৬। প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স থাকলে তার নম্বর ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য এবং এ বিষয়ে মতামত:

০৭। প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত মিটারের সংখ্যা ও নম্বর:

০৮। কোন মিটারে কোন সময় পর্যন্ত প্রত্যর্পণ গ্রহণ/আবেদন করেছে:

০৯। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে গ্যাস/বিদ্যুৎ মিটারের রিডিং:

১০। প্রতিষ্ঠানের যে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর নাম পদবী ও মোবাইল নম্বর:

১১। ডেডো অফিসে দাখিলকৃত আবেদনে প্রদত্ত স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষরের সাথে সরেজমিনে যাচাইকৃত নাম ও স্বাক্ষরে মিল বিষয়ে মতামত:-

১২। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে মতামত (সচল/বন্ধ):

১৩। প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্বন্ধে মতামত:

১৪। প্রত্যর্পন প্রাপ্যতার বিষয়ে সুপারিশ ও মতামত: